43

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো সম্পর্কে নয়া সার্কুলার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নতুন বিধান সংশোধন করে পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে বলে এক পরিপত্র জারি করেছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের পূর্বে নিয়োগকৃত এবং এমপিওভুক্ত যে সব শিক্ষকের বেতন বন্ধ করা হয়েছে, তা ছাড় হবে। নিবন্ধন ত্রুটিজনিত কারণে যেসব প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বেতন বন্ধ করা হয়েছে, তাঁদের বেতন ছাড় করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। এছাড়া বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অবসর পরিকল্প ও কল্যাণ তহবিল চালু সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে জারি হয়েছে। বর্তমানে এ দু'টি বিষয়ের ওপর প্রবিধান প্রণয়নের কাজ চলছে। গত ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট এক শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শহীদুল আলমের আলোচনাকালে সরকারের এ সকল সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ সময় নতুন জারিকৃত জনবল কাঠামো সংশোধন, আট বছর পূর্ণ হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের টাইমস্কেল প্রদান, বেসরকারী কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন দাবির উল্লেখ্য করেন। অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব এ সব দাবি অবিলম্বে বিবেচনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি ঈদের পূর্বে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ পৌঁছে দেয়া হবে বলে জানান।